ভোরের কাগজ
JUN 25 2002

ছাত্র রাজনীতি থাকবে

তবে তা হবে শুধু মাত্র ছাত্রদের সমস্যা ভিত্তিক ও সন্ত্রাসমুক্ত

আমীরুল ইসলাম আলীম

আমাদের স্বাধীনতা কি নিরাপদ? আজকে অনেকেই বলে থাকে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন নেই। এখানে কোন মেধার চর্চা হয় না। আমি তাদের এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যে সকল ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল তারাই আজকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং বিরোধীদলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এদের পাশাপাশি অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজনীতিতে এসেছেন কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্র রাজনীতি থেকে দীক্ষা নিয়ে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা সকলেই প্রশাসনিক ও সমাজ গঠনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। ভোটারদের নিকট, সাধারণ মানুষের নিকট প্রশ্ন করলে সহজে উত্তর আসে– অমুক ভাই ছাত্র রাজনীতি থেকে এসে মন্ত্রী হয়েছেন, সব সময় তাকে পাওয়া যায়, তাদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায়। যখন কোন ব্যবসায়ী বা আমলা রাজনীতিবিদের প্রশ্ন আসে; তখন অনেক নেতিবাচক কথা ও প্রতিকূল আচরণের সম্মুখীন হতে হয়– এ ধরনের উত্তর আসে জনগণের নিকট হতে।

এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে ছাত্র রাজনীতির সঠিক দীক্ষা একজন মানুষকে দক্ষ প্রশাসক ও সমাজসেবক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। যারা ছাত্রাবস্থায় ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল তারা প্রশাসন ও সমাজ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল হয়। শুধু তাই নয় ছাত্র রাজনীতি থেকে যারা জাতীয় রাজনীতিতে আসেন, তাদের নিকট থেকে দেশবাসী যে সেবা ও সহযোগিতা পায় অন্য নেতৃত্ব থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। ছাত্র রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে যারা জাতীয় রাজনীতিতে আসেন তাদের উপর জনগণের আস্থা অনেক বেশী। '৯১, '৯৬, ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন এর উদাহরণ। এই ৩টি নির্বাচনে সদ্য ছাত্র রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে যারা জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাদের ৯০% সফলতা অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায় এবং সমাজসেবায় ব্যাপক ভূমিকা থাকার জন্য এলাকাবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে ছাত্রনেতারা শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন। মিলন, আমান, ইলিয়াস, আলম, নাদিম, এ্যানি এমপি-মন্ত্রী হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছাত্র রাজনীতি একজন ছাত্রকে হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সে তুলনায় অন্য নেতারা থাকে পিছিয়ে। দেশ ও জাতীয় যে কোন সংকটে '৫২ থেকে '৯০ পর্যন্ত প্রতিটি সামরিক দুঃশাসন বিরোধী সংগ্রামে ছাত্রনেতৃবৃন্দের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে সে তুলনায় সাধারণ ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল অতি নগণ্য। আজকে যদি কোন অপশক্তি আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে হরণ করতে চায় তখন কিন্তু আজকে যারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলছে, বিভিন্ন যুক্তি দেখাচ্ছে তাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না রাজপথে। এদেশের ছাত্ররা অতীতেও দেশ-জাতির প্রয়োজনে যে ভূমিকা রেখেছে বর্তমানে দেশের কল্যাণের জন্য যে ধরনের ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন সে দিকে লক্ষ্য রেখে ছাত্রদের রাজনৈতিক দীক্ষা দিতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের যে অংশ সচেতন তারা হল ছাত্র। ছাত্রনেতারাই ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রাজনীতিতে আসে। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব আবশ্যক। ছাত্র রাজনীতি হল সেই দক্ষ নেতৃত্ব তৈরীর কাফেলা। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিয়ে যোগ্য দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বর্তমানে যে ধরনের পেশীশক্তি নির্ভর ছাত্র রাজনীতির প্রচলন রয়েছে তার পরিবর্তন এনে মেধাবী নিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে সন্ত্রাসমুক্ত এবং তৈরী হবে দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব। এই যোগ্য নেতৃত্ব তৈরীর দায়িত্ব নিতে হবে জাতীয় নেতানেত্রীদের। কারণ বাংলাদেশের ছাত্রসংগঠনগুলো বড় বড় দলের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ সকল দলের নেতানেত্রীদের দৃষ্টি রাখতে হবে, কোন অছাত্র সন্ত্রাসী যেন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আসতে না পারে। ছাত্র রাজনীতি হবে ক্যাম্পাস ভিত্তিক, ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধানই হবে ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য; তাহলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে ছাত্র রাজনীতির হারানো গৌরব।

সে দল ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। নেতানেত্রীদের প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ছাত্ররা ক্ষমতায় যাওয়ার শক্তি হিসাবে কাজ করবে? না ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব হিসাবে গড়ে উঠবে? আমরা কথায় কথায় বলে থাকি আজকের ছাত্ররা আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ। কথাটা আসলে কতটুকু সত্য; সত্য হলে ছাত্রদের আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব তার অভিভাবকদের। অভিভাবকদের উপর নির্ভর করে তার সন্তান কি ভাবে সমাজে বিকশিত হবে, তার চরিত্র, আচার, আচরণ কেমন হবে। ছাত্র রাজনীতির অতীত এবং বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে যে ব্যবধান আজ তৈরী হয়েছে তার জন্য দায়ী কে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যে ছাত্ররা ভাষার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিল সেই ছাত্ররা আজকে কেন দেশের উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? যে ছাত্রদের দেখলে মানুষ শ্রদ্ধা করত; আজকে সেই ছাত্রদের দেখে মানুষ ভয়ে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ হিসাবে ছাত্রদের ধিক্কার দিচ্ছে। ছাত্রদের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? ছাত্ররা যে শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন অবদান রেখেছে তাই নয়, এদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এদেশের ছাত্রসমাজ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অনেক সমাজ সেবামূলক কাজ করেছে। '৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজের খাবার থেকে একটি করে রুটি, হাজার হাজার শার্ট, প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ সেদিন তারা অকাতরে দান করে দিয়েছিল অসহায় মানুষের মাঝে। সেই ছাত্ররা কেন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে তার কারণ আজ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। আজকে যারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলে, তাদের নিকট আমার প্রশ্ন– এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার কি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে? গণতন্ত্র কি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে? আধিপত্যবাদী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি থেকে